"পরীক্ষণ শক্তি এবং নির্ণয় শক্তির আধার হল-- সাইলেন্সের শক্তি"

আজ বাবা নির্বাণ অর্থাৎ বাণীর উর্ধ্বে শান্ত স্বরূপ স্থিতির অনুভব করাচ্ছেন । তোমাদের আত্মাদের স্বধর্ম এবং সুকর্ম , স্ব স্বরূপ , স্বদেশ তো হলই শান্ত। সঙ্গমযুগের বিশেষ শক্তিও হল সাইলেন্সের শক্তি। তোমাদের সবার অর্থাৎ সঙ্গমযুগী আত্মাদের একটাই লক্ষ্য হল এবারে সুইট সাইলেন্স হোমে যেতে হবে। এই অনাদি লক্ষণ-- শান্ত স্বরূপ থাকা এবং সকলকে শান্তি প্রদান করা-- এই শক্তির প্রয়োজনীয়তা বিশ্বে এখন অনেক বেশী । সকল সমস্যার সমাধান এই সাইলেন্সের শক্তি দ্বারাই হয়। কেন ? সাইলেন্স অর্থাৎ শান্ত স্বরূপ আত্মা একান্তবাসী হওয়ার দরুন সদা একাগ্র থাকে আর এই একাগ্রতার কারণে দুটি শক্তি প্রাপ্ত হয়। একটি হল পরীক্ষণ শক্তি এবং দ্বিতীয়টি হল নির্ণয় শক্তি । এই বিশেষ দুটি শক্তি অপরের সাথে ব্যবহার এবং ঈশ্বরীয় কার্য(পরমার্থ) উভয় ক্ষেত্রেই সর্ব সমস্যা সমাধানের সহজ সাধন।

পরমার্থ মার্গে বিঘ্ন-বিনাশক হওয়ার সহজ সাধন বা উপায় হল-- মায়াকে পরীক্ষণ(পরখ) করা এবং পরীক্ষণ করে নির্ণয় নেওয়া । পরীক্ষণ ক্ষমতা না থাকলে মায়ার ভিন্ন - ভিন্ন রূপকে দূর থেকে সমাপ্ত করা অসম্ভব হবে। পরমার্থী বাচ্চাদের সামনে মায়াও রয়্যাল ঈশ্বরীয় রূপ নিয়ে আসে । মায়ার সেই রূপের পরীক্ষণ(পরখ) করতে একাগ্রতার শক্তি চাই আর একাগ্রতার শক্তি প্রাপ্ত হয় সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা ।

বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যে তীব্রগতিতে পরিবর্তন কম, কারণ মায়ার রয়্যাল ঈশ্বরীয় রোল্ড গোল্ড অর্থাৎ ইমিটেশান গোল্ডকেই রিয়্যাল গোল্ড(আসল সোনা) ভেবে নেয়। যে কারণে বর্তমানকে পরীক্ষণ না করেই কি বলে তারা ? আমি যা করেছি বা বলেছি - তা ঠিক বলেছি। আমি কিসে ভুল ? এমন করেই তো চলতে হবে! ভুল হলেও নিজেকে ভুল ভাবেনা । কারণ ? পরীক্ষণ শক্তি হল কম । মায়ার রয়্যাল রূপকে রিয়্যাল ভেবে নেয়। পরীক্ষণ শক্তি কম থাকার জন্যে যথার্থ নির্ণয়ও নিতে পারে না । স্ব-পরিবর্তন করতে হবে নাকি পর-পরিবর্তনের প্রয়োজন-- তা নির্ণয় করতে পারে না । তাই পরিবর্তনের গতি তীব্র হওয়া প্রয়োজন । সময় তো তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে । কিন্তু সময় অনুসারে পরিবর্তন হওয়া বা নিজের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের দ্বারা পরিবর্তন হওয়া - এতেই তো প্রাপ্তির অনুভূতিতে রাত-দিনের তফাত । আজকালকার যাত্রীবাহী যান-এর মতোই। এক হল নিজে থেকেই স্টার্ট হওয়া আর দ্বিতীয়টি হল ধাক্কা দিয়ে স্টার্ট হওয়া । দুটোতেই তফাত আছে না ! তো সময়ের ধাক্কা খেয়ে পরিবর্তন হওয়া-- এ হল পুরুষার্থের গাড়ি ধাক্কা দিয়ে চালানো। গাড়িকে চালানো বলা যাবেনা , গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে চালনা করা বলা হবে। সময়ের আধারে পরিবর্তন হওয়া অর্থাৎ কেবল নিজের ভাগের অল্প খানি লাভ করা। যেমন এক হল মালিক আর দ্বিতীয় হল শেয়ার হোল্ডার । কোথায় মালিকানা, অধিকার আর কোথায় সামাণ্য অংশের অধিকার । এর কারণ কি ? সাইলেন্সের শক্তির অনুভূতির অভাব, যার দ্বারা পরীক্ষণ ক্ষমতা এবং নির্ণয় ক্ষমতার সাহায্যে পরিবর্তন তীব্র বেগে সম্পন্ন হয়। বুঝলে - সাইলেন্সের শক্তি কত মহান ? সাইলেন্সের শক্তি ক্রোধ-অগ্নিকেও শীতল করে দেয়। সাইলেন্সের শক্তি ব্যর্থ সঙ্কল্পের উপদ্রব সমাপ্ত করে দেয়। সাইলেন্সের শক্তি পুরানো সংস্কারকেও সমাপ্ত করে দেয়। সাইলেন্সের শক্তি অনেক রকমের মানসিক রোগের থেকে সহজ মুক্তি প্রদান করে। সাইলেন্সের শক্তি , শান্তির সাগর বাবার সঙ্গে অনেক আত্মাদের মিলন

ঘটাতে পারে। সাইলেন্সের শক্তি অনেক জন্মের হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দিতে পারে। মহান আত্মা , ধর্মাত্মা সব রূপে পরিণত করতে পারে। সাইলেন্সের শক্তি সেকেন্ডের মধ্যে ত্রিলোকের যাত্রা করাতে পারে। তাহলে বুঝলে এই শক্তি হল কত মহান ? সাইলেন্সের শক্তি কম পরিশ্রমে, কম খরচে অতি সফল ধনী বানাতে পারে। সাইলেন্সের শক্তি সময়ের খাজানায় ইকোনমী অর্থাৎ মিতব্যয়ী করিয়ে কম সময় খরচ করে অতি সফল করে দেয়। সাইলেন্সের শক্তি হাহাকারকে জয়-জয়কারে পরিণত করতে পারে। সাইলেন্সের শক্তি সর্বদা তোমার গলায় সফলতার মালা পরাতে পারে। জয়-জয়কারও হল মালাও গলায় পড়লে , আর বাকি কি রইল ? সবকিছু তো হয়ে গেল তাইনা ! তাহলে শুনলে তো তুমি তবে কত মহান ? তোমার এই মহান শক্তিকে কাজে কম ব্যবহার করছো।

বাণীর সাহায্যে তীর চালাতে তো শিখে গেছ, এবারে "শান্তির" তীর চালাও। যাতে বালিতে সবুজের ছোঁয়া লাগাতে পারো। যতই কঠিন শক্ত পাহাড় হোক তার থেকে জল বের করতে পারো। বর্তমান সময়ে "শান্তির শক্তিকে " প্র্যাক্টিক্যালে কাজে লাগাও। মধুবনের ধরনীতে এত আকর্ষণ কেন রয়েছে? শান্তির অনুভূতি হয় যে তাই। এমনই চারিদিকের সেবাকেন্দ্র এবং প্রবৃত্তির স্থানগুলিকে "শান্তির কুন্ডে" পরিণত করো। তাহলেই চারিদিকে শান্তির ভাইব্রেশন বিশ্বের আত্মাদের শান্তির অনুভূতির দিকে আকর্ষিত করবে। চুম্বক হয়ে যাবে। এমন সময় আসবে যখন তোমাদের সকল স্থান শান্তি প্রাপ্তির চুম্বক হয়ে যাবে, তোমাদের যেতে হবে না , তারা নিজেরাই আসবে। কিন্তু তখন , যখন সকলের সঙ্কল্পে, কথায়, কর্মে শান্তির মহান শক্তি নিরন্তর থাকবে তখনই শান্তি দেবা রূপে পরিণত হয়ে যাবে। তাহলে বুঝলে এখন কি করণীয় ? আচ্ছা !

(আজ সকালে মধুবনে কর্ণাটক জোনের এক ভাই হঠাৎ হার্টফেল হওয়ায় দেহ ত্যাগ করলেন তাঁর অন্তিম সংস্কার ক্রিয়া আবুতেই করা হল)

আজ কি পাঠ পড়লে ? কর্ণাটকের গ্রুপ কোন্ পাঠটিকে পাকা করল ? সদা এভাররেডি থাকার পাঠ পাকা করেছ ? সর্বদা দেহ , দেহের সম্বন্ধ , পদার্থ , সংস্কার সবকিছুই বাক্স-বেডিং সদা-ই যেন বাধা হয়ে থাকে। গুটিয়ে ফেলার শক্তিকে(Power to pack up) চিত্রে কি কি দেখিয়ে থাকো ? বাক্স বিছানাপত্র প্যাক, এটাই দেখাও তাই না! এমন সংকল্পও যেন না আসে যে এটা করতে হোতো, এমন হতে হোতো, এখনও কিছু বাকি রয়ে গেছে-- সেকেন্ডের মধ্যে তৈরী । সময়ের ডাক এলো--আর একেবারে প্রস্তুত(Eveready) I তো এই পাঠ পাকা করছো তো ? আত্মার ভাগ্যের রেখাও এইভাবে আঁকা হয়ে গেল । এমনিতে (দাহ) সংস্কারের সময় একজন পণ্ডিত বা ব্রাহ্মণকে ডাকা হয় আর তাও আবার নামী কাউকে আর এখানে কতজন ব্রাহ্মণ হাত লাগালো ? মহান তীর্থ স্থান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ । প্রত্যেকে স্মৃতি স্বরূপ হয়ে("স্মৃতি ভব"-র) সহযোগ দিল , কত শ্রেষ্ঠ ভাগ্যে হয়ে গেল ! তো সর্বদা এভাররেডি থাকার বিশেষ(Special) পাঠ সকলেই পড়ে নিয়েছ তো ? (ওনার যুগলকে দেখে বাবা বললেন) কোন্ পাঠটি পড়লে ? নিজের সফলতার স্বরূপ দেখালে তুমি। বাহাদুর তুমি । শক্তি স্বরূপের প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখিয়েছ। আচ্ছা !

সদা নিজের স্ব-স্বরূপ , স্বধর্ম, শ্রেষ্ঠ কর্ম, স্বদেশের স্মৃতি স্বরূপ , শান্ত মূরত , সদা শান্তির শক্তি দ্বারা সকলকে শান্ত স্বরূপ বানায়, শান্তির সাগরের শান্তির ঢেউয়ে সদা ভেসে থাকে এমন অনেকের জন্যে

ধর্মাত্মা , মহান আত্মা স্বরূপ, এমন শান্তির শক্তি স্বরূপ শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা হয়ে উঠবে সেই সব আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণ স্নেহ আর নমস্কার ।

পার্টিদের *সঙ্গে* :-

1. *মহাবীর* *বাচ্চাদের* *বাহন* *হল*-- *শ্রেষ্ঠ* *স্থিতি* *এবং* *অলংকার* *হল* - *সর্বশক্তি*

সবাই নিজেকে মহাবীর মনে করো তো ? মহাবীর অর্থাৎ সদা অস্ত্রধারী । শক্তিদের এবং পান্ডবদের সর্বদা বাহনে বিরাজিত এবং অস্ত্রধারী দেখানো হয়। অস্ত্র অর্থাৎ অলংকার । তার মানে অস্ত্রধারীও এবং বাহনধারীও। বাহন হল শ্রেষ্ঠ স্থিতি আর অলংকার হল সর্বশক্তি । এমন বাহনধারী এবং অলংকারধারী আত্মারাই সাক্ষাতমূরত রূপে পরিণত হতে পারে। তো সাক্ষাৎ স্বরূপে সবাইকে বাবার সাক্ষাৎকার করানো - এই হল মহাবীর বাচ্চাদের কর্তব্য ।
মহাবীর অর্থাৎ যে সদা উড়তে পারে। তো সবাই উড়ন্ত কলায় রয়েছ কি? এখন উত্তরণ কলায় সমাপ্ত , জাম্প করার সময়ও সমাপ্ত হয়ে গেছে, এখন শুধু উড়তে হবে । উড়লে আর পৌঁছে গেলে । উড়ন্ত কলায় থাকলে সব কিছুই নীচে রয়ে যাবে। নীচের জিনিসগুলি, পরিস্থিতি লোকজনকে , বস্তু , পরিস্থিতিকে পার করার প্রয়োজন নেই , উড়তে থাকলে নদী, পাহাড়, গাছ সবকিছু পার হয়ে যাবে। বিশাল পাহাড়ও একটা খেলার বলের (Ball) মতন মনে হবে। যে আত্মারা উড়ন্ত কলায় থাকে তাদের কাছে পরিস্থিতি তো হল একটি খেলনা। উঁচুতে গেলে এত বিশাল দেশ গ্রাম সব কেমন দেখায় ? খেলনা মনে হয় তাই না! মডেল মনে হয় । তো এখানেও উড়ন্ত কলার আত্মাদের কাছে যে কোনো পরিস্থিতি বা বিঘ্ন হল খেলা বা খেলনা, পিঁপড়ের মতো । পিঁপড়ে তাও আবার মৃত , জীবিত নয় , জীবিত পিঁপড়েও কখনও কখনও মহাবীরদের পতনের কারণ হয়। তো পিঁপড়েও তাও মৃত । পাহাড়ও সর্ষে-দানা নয় বরং তুলোর মতো । এমন মহাবীর হয়েছ তো ?

২. *মায়াজিত* *হওয়ার* *সাথে-সাথে* *প্রকৃতিজিতও* *হও*

সর্বদা মায়াজিত এবং প্রকৃতিজিত হয়েছ কি ? মায়াজিত তো হয়ে উঠছো, কিন্তু প্রকৃতিজিতও হও কারণ এখন প্রকৃতির উথাল-পাতাল অবস্থা বাড়বেই । দোলাচলে অচল স্থিতির অনুভব করো-- এমন অচল হয়েছ কি? কখনও সমূদ্রের জল নিজের প্রভাব দেখাবে কখনও পৃথিবী নিজের প্রভাব দেখাবে। যদি প্রকৃতিজিত হবে তাহলে প্রকৃতির কোনো দোলাচল প্রভাবিত করতে পারবেনা । সর্বদা সাক্ষী হয়ে সব খেলা দেখবে। যেমন ফরিস্তা (অ্যাঞ্জেলদের) সর্বদা উঁচু পর্বতে দেখান হয় তো তোমরা ফরিস্তারা সদা উঁচু স্টেজে অর্থাৎ উঁচু পর্বতে নিবাস করো। এমন উঁচু স্টেজে স্থির রয়েছ কি? যত উঁচুতে থাকবে তত উপদ্রব থেকে স্বত:ই দূরে থাকবে। এখন দেখো এই পাহাড়ী স্থানে এসেছ তো নীচের উপদ্রব কোলাহল থেকে স্বভাবতই দূরে রয়েছ তাই না ! শহরে কত কোলাহল আর এখানে কত শান্তি আছে ! যখন স্থূল স্থানে এতটা তফাত রয়েছে তাহলে উচ্চ স্থিতি এবং সাধারণ স্থিতিতে কত রাত-দিনের তফাৎ হবে।

প্রশ্ন :- কোন্ পরিচয় বুদ্ধিতে স্পষ্ট থাকলে সমর্থ আত্মা(Powerful soul) হয়ে যাবে?

উত্তর:- নিজের এবং সময়ের পরিচয় যদি বুদ্ধিতে স্পষ্ট থাকে তবে তুমি সমর্থ আত্মা হয়ে যাবে, কারণ এই সঙ্গমের সময়টাই হল শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণের সময়। সম্পূর্ণ কল্পে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম ভাগ্য নির্মাণ বর্তমানেই সম্ভব । সঙ্গমযুগেই বাবার দ্বারা সর্ব অধিকার প্রাপ্ত হয়। তাহলে তুমিই হলে অধিকারী আত্মা , শ্রেষ্ঠ আত্মা , শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ প্রাপ্তকারী আত্মা । সর্বদা এই কথাই স্মৃতিতে রাখো তাহলেই সমর্থ হয়ে যাবে। সমর্থ হলেই মায়াজিত হয়ে যাবে। সমর্থ আত্মা বিঘ্ন-বিনাশক হয়। সঙ্কল্পেও বিঘ্ন আসতে পারবেনা । মাস্টার সর্বশক্তিমান সর্বদা বিঘ্ন-বিনাশক হবে। আচ্ছা !

বরদান : জ্ঞানের গুহ্য কথাগুলি শুনে তাকে স্বরূপে নিয়ে আসতে সক্ষম জ্ঞানী-আত্মা ভব।
জ্ঞানসম্পন্ন(জ্ঞানী তু আত্মা) আত্মারা প্রত্যেকটি কথার স্বরূপের অনুভব করে । যেমন শুনতে ভাল লাগে, একে গভীর ভাবেও অনুভব করে থাকো(গুহ্য অনুভূতি হয়) কিন্তু শোনার সাথে সাথে সমায়িত করা অর্থাৎ স্বরূপে পরিণত হওয়া - এরও অভ্যাস থাকা প্রয়োজন । আমি আত্মা হলাম নিরাকার - এই কথাতো বারবার শুনছ কিন্তু নিরাকার স্থিতির অনুভবী হয়ে শোনো। যেমন পয়েন্ট তেমনই অনুভব । ফলে শুদ্ধ সঙ্কল্পের খাজানা জমা হতে থাকবে আর বুদ্ধি এতেই ব্যস্ত থাকবে তবে ব্যর্থ সঙ্কল্প থেকে সহজেই দূরে থাকতে পারবে।

স্লোগান : জ্ঞান এবং অনুভবের ডবল অথোরিটি আত্মারাই মস্ত ফকির রমতা যোগী(ফকিরীর নেশায় বুঁদ যোগী) হয়।